

CS (Main) Exam:2015

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

**Please read each of the following instructions carefully
before attempting questions**

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

1. নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে 600 শব্দে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন :

100

- যুবসমাজে উন্নতিলাভের মানসিকতার চাপ
- বিফলতা হল সফলতার সোপান
- পড়ার অভ্যাস কি কমে যাচ্ছে?
- সমাজে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই

2. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং অনুচ্ছেদ শেষে যে সব প্রশ্ন দেওয়া আছে তাদের উত্তর স্পষ্ট, শুদ্ধ ও নিজস্ব ভাষায় লিখুন :

12×5=60

বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ভারতে কলেজ থেকে ৮০ শতাংশ লোকই কর্মসংস্থান পায় না। নবীন প্রজন্মের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে আমি কিন্তু এই সংখ্যার হারের বিষয়ে একমত নই। যুবসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে আমি এটুকু বলতে পারি যে ৯০ শতাংশ যুবকই চাকরি পায় না কেবলমাত্র এই কারণে যে তারা কর্তব্য এড়াতে ভালোবাসে এবং দায়িত্বশীল নয়। কোথাও আবার এমনও দেখা যায় যে যুবকরা মন্দ ব্যবহারকে আত্মবিশ্বাস ভেবে ভুল করছে। তারা কোন কাজ করতে অনিচ্ছুক অথচ প্রচুর টাকা উপার্জন করতে চায়।

এমন নয় যে তারা অপদার্থ; অধিকাংশ ভালো ইংরেজি বলে এবং নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাসী। তারা আধুনিকতম রিংটোন, চলচ্চিত্র আর জোক বিষয়ে ভালো জানে। কিন্তু কেউ আর একটু এগোলে ওরা নীরস চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা প্রচুর টাকা রোজগার করতে চায়। প্রচার মাধ্যমকে ধন্যবাদ যে বেতন কাঠামো বিষয়ে নিত্য সংবাদ ছাপা হয়। কিন্তু তাদের সেই পটুত্ব নেই যার দ্বারা তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে। তাদের ডিগ্রিগুলো সন্দেহজনক : স্নাতক স্তরের বিষয় থেকে দু'একটা প্রশ্ন করলে অধিকাংশ যুবকই জবাব দিতে ইতস্তত করবে। অতিরিক্ত পড়া সত্ত্বেও তারা কেউ কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু এখানে আরো কিছু প্রশ্ন আছে—সদাচার এবং ব্যবহারের প্রতি প্রশ্ন—তোমার মধ্যে ভাল কি, তুমি তোমার বাড়তি সময় কিভাবে যাপন কর ইত্যাদি এবং এই যুবক-যুবতীরা সংশয়গ্রস্ত হয়ে বলে—“আমরা এই প্রশ্নগুলোর কি উত্তর দেবো?” এসব কথা তাদের বলে কোন লাভ নেই যে জীবনটা তাদের এবং তারা নিজেরাই সে বিষয়ে বলবে, কারণ তারা সর্বদাই চায় তৈরি করা উত্তর যাতে পার পাওয়ার জন্য কিছু একটা বলা যায়। “যদি দীর্ঘদিন অভ্যাস করি ভালোভাবে, তাহলে সত্যি বলে মনে হবে”—এমন কথাই তারা বলে। সুতরাং যুবকরা রাতারাতি রীতিমত পড়ুয়া হয়ে ওঠে, গীটারবাদক হয়ে পড়ে, ক্রিকেট তারকা হয়ে পড়ে এমনকি অভিনেতাও। কোন সাক্ষাৎকারপ্রার্থী বোকার মত তাদের অর্ধসত্য গল্প নিতে চাইলে বিস্মিত হব না।

ভারত এগিয়ে চলে আর আমরা এমনই এক অকল্পনীয় প্রজন্মের সৃষ্টি করেছি যারা কিছু না করে শুধু ভালোভাবে বেঁচে থাকারটাকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। মনে হয় আমরা যেন বেশি ঘুরন্ত পাথর সৃষ্টি করে চলেছি, অথচ কোন আদর্শ নেই, লক্ষ্য নেই, কোন নৈতিকতাও নেই। কোনক্রমে মুখরক্ষা আর ভালো একটা কিছু করে দেখানো—এ দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে বললে যুবকরা অধিকাংশই শুধু মুখরক্ষার কথাই বলবে। বয়স যখন কম থাকে তখন একটা আদর্শ থাকে; আদর্শগুলো আর কার্যকরী হয় না, তবুও আপনি কোন বিশেষ কারণের জন্য উঠে দাঁড়াতে পারেন। যুবকরা এমন দিনে কোন কারণের জন্যই আর উৎসাহ বোধ করে না। এই প্রজন্মের রিহার্শাল দেওয়া কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারি টাকাই হল নতুন মন্ত্র। যাঁরা আরও কোন গভীরতর অর্থপূর্ণ কথা বলতে চান তাঁরাও এ যুগে পিছিয়ে পড়ার দলে।

প্রশ্নাবলী :

- যুবকরা যে কর্মসংস্থান করতে পারে না তার কারণগুলো কী? 12
- আজকের যুবকরা লেখকের কাছে কী চায়? 12
- লেখকের মতে বর্তমান প্রজন্মের একমাত্র লক্ষ্য কী? 12
- আজকের যুবকদের কাছে নতুন মন্ত্র কী? 12
- আদর্শবাদের প্রতি আজকের যুব-প্রজন্মের মনোভাব কী? 12

3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির এক-তৃতীয়াংশ অনুপাতে সারমর্ম লিখুন। কোন শিরোনাম ব্যবহার করবেন না। সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখা প্রয়োজন :

60

আত্মনির্ভরতা লাভ এবং প্রতিরক্ষার বিষয়ে বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমানো আজ বিশেষ প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে কোন বিকল্প পছন্দের অবকাশ নেই, বিশেষতঃ সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণের জন্য। অতীতে সরকার প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, আমাদের জওয়ানদের প্রয়োজন অনুসারে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং প্রাইভেট সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতাকে সৃষ্টিক্ষম করেছে। যাই হোক, ভারতীয় প্রাইভেট সেক্টরকে বড় করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিরক্ষার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উৎপাদন ক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তা প্রয়োজন। অভিনব এক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ‘ভারতে তৈরি করা’র নামে যাতে আন্তর্দেশীয় উৎপাদন উৎসাহ পায়। অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় প্রতিরক্ষা দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা আরও প্রয়োজন কেননা তাতে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে শুধু নয়, জাতীয় সুরক্ষাও তার সাথে জড়িত।

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র গ্রাহক একমাত্র সরকার হওয়ায় আমাদের সংগ্রহ নির্ণায়ক নীতি-নির্ধারণে তা সহায়ক হয়। সরকারের আন্তর্দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পনীতি হল এর বিকাশে উৎসাহ দান করা, প্রতিরক্ষা সংগ্রহ নীতিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে যথোচিতভাবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়—‘বাই ইন্ডিয়া’ এবং ‘বাই অ্যান্ড মেক ইন্ডিয়া’ গোত্রভুক্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে। তুলনায় ‘বাই গ্লোবাল’ তত গুরুত্ব পায় না। আগামী দিনে ‘বিরলতম বিরল’ পছন্দ গুরুত্ব পাবে এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদনকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হবে। যেহেতু বর্তমানে ভারতীয় কোম্পানীগুলি প্রযুক্তিগত দিক থেকে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী নাও হতে পারে, সেজন্য এদেরকে বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে যৌথভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা ও একত্রীকৃত কাজকর্মে উৎসাহিত করা হয়।

এখনও পর্যন্ত প্রতিরক্ষা সেক্টরে প্রবেশের জন্য দেশীয় শিল্পের অনেক বাধা ছিল, যথা—লাইসেন্স ও এফ.ডি.আই. পলিসি নিষেধবিধি ইত্যাদি। অনেকগুলি নীতির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে এই ধরনের প্রবেশ পদ্ধতিগতভাবে উৎসাহ পায় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এফ.ডি.আই. নীতির উদারীকরণ—প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিদেশী নিয়োগকে উৎসাহ দেবার জন্য। লাইসেন্সিং পলিসির ক্ষেত্রেও এই উদারীকরণ নীতি নেওয়া হয়েছে এবং যন্ত্রাংশ, ক্ষুদ্রাংশ, কাঁচামাল, পরীক্ষার যন্ত্রাদি, উৎপাদন যন্ত্রাদি প্রভৃতিকে লাইসেন্সিং ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা সেক্টরে দেশীয় ও বিদেশী নিয়োগকারীদের জন্য বিরাট সুযোগ রয়েছে। একদিকে, সরকার এফ.ডি.আই., লাইসেন্সিং, এক্সপোর্ট ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি পরিবর্তন করেছে, অন্যদিকে শিল্পগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে প্রযুক্তি ও লব্ধি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বিষয়ে। প্রতিরক্ষা সেক্টরে বিপুল লব্ধি প্রয়োজন, প্রযুক্তি বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনারও প্রয়োজন। শিল্পকেও অবশ্যই মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে এবং অস্থায়ী লাভের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী লাভের কথা ভাবতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়নে এবং শিল্প তৈরির ক্ষমতার বিষয়ে আরও আলোকায়ন প্রয়োজন। দেশীয় শিল্পের জন্য সরকারের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে পাবলিক ও প্রাইভেট সব শিল্প নির্বিশেষে বিপদ-সতর্ক থেকেও একটা ‘লেভেল প্লেয়িং’ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

(শব্দসংখ্যা ৩৭০)

4. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ইংরেজিতে অনুবাদ করুন :

20

আরবের অনেকাংশই মরুভূমি। এখানে বালি আর পাথর ছাড়া আর কিছু নেই। বালি এত গরম যে দিনেরবেলা আপনি এর উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে পারবেন না। মরুর এখানে-ওখানে মাটির গভীর থেকে উঠে আসা জলের ধারা— এত গভীর যে সূর্যের আলো লেগেও শুকায় না। এরকম জলধারা খুবই দুর্লভ তবু যেখানে তা আছে সেখানে লম্বা আর মনোরম গাছ জন্মায়। জলের ধারার আশেপাশে গাছের মনোরম ছায়া পড়ে। এই রকম স্থানকে বলে মরুদ্যান।

যে সব আরব শহরে থাকে না তারা সারা বছর মরুদ্যানে বাস করে। ওরা তাঁবুতে বসবাস করে যেটা সহজেই লাগানো যায় এবং গুটিয়ে ফেলা যায় যাতে তারা তাদের ভেড়া, ছাগল, উট ও ঘোড়ার জন্য জল ও ঘাসের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজেই যেতে পারে। এই মরুর আরবরা পাকা মিষ্টি ডুমুর এবং খেজুর গাছের খেজুর খায়। খেজুর শুকিয়ে নিয়ে ওরা সারা বছরের খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করে রাখে।

এই আরবদের ঘোড়াগুলি পৃথিবীতে সর্বোত্তম। একজন আরব ঘোড়া চড়তে খুব ভালোবাসে এবং তার জন্য গৌরবান্বিত হয়। সে তার বৌ-বাচ্চার মতই ঘোড়াকেও ভালোবাসে। সুন্দর ঘোড়ার চেয়ে উট অনেক বেশি প্রয়োজনীয় তার কাছে, কারণ উট লম্বায় বড়, শক্তিতেও বলবান। দুটো ঘোড়া যা বোঝা বয়, একটা উট তার চেয়ে অনেক বেশি বইতে পারে। আরবরা উটের পিঠে মালপত্র তুলে চড়ে বসে আর মরুভূমিতে মাইলের পর মাইল পার হয়ে যায়— ঠিক যেন ‘মরুভূমির জাহাজ’-এর মত আর এই নামেই উট পরিচিত।

5. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করুন :

20

Language and communication are something that children learn by talking to one another. But schools consider this an act of indiscipline. Instead, we have a special grammar class to learn language! One educationist remarked, “It is nice that children spend just a few hours at school. If they spend all 24 hours in schools, they will turn out to be dumb!” In most schools, teachers talk, children listen. The same is true for other skills also. Children learn a great deal without being taught, by tinkering and pottering on their own.

Changes in the school system, if they are to be of lasting significance, must spring from the actions of teachers in their classrooms, teachers who are able to help children collectively. New programmes, new materials and even basic changes in organizational structure will not necessarily bring about healthy growth. A dynamic and vital atmosphere can develop when teachers are given the freedom and support to innovate. One must depend ultimately upon the initiative and respectfulness of such teachers and this cannot be promoted by prescribing continuously and in detail what is to be done.

In education, we can cry too much about money. Sure, we could use more, but some of the best classrooms and schools I have seen or heard of, spend far less per pupil than the average in our schools today. We often don't spend well what money we have. We waste large sums on fancy buildings, unproductive administrative staff, on diagnostic and remedial specialists, on expensive equipment that is either not needed, or underused or badly misused, on tons of identical and dull textbooks, readers and workbooks, and now on latest devices like computers. For much less than what we do spend, we could make our classrooms into far better learning environments than most of them are today.

6. (a) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন : 2×5=10
- (i) কৃশ
 - (ii) নিদ্রা
 - (iii) শান্ত
 - (iv) তপ্ত
 - (v) অনুকূল
- (b) নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির একটি করে উদাহরণ দিন : 2×5=10
- (i) পুরাঘটিত ক্রিয়া
 - (ii) যৌগিক ক্রিয়া
 - (iii) ইচ্ছাবোধক ক্রিয়া
 - (iv) সামর্থ্যবোধক ক্রিয়া
 - (v) পূর্ণতাবোধক ক্রিয়া
- (c) নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10
- (i) আকাশকুসুম
 - (ii) সোনার হরিণ
 - (iii) হ-য-ব-র-ল
 - (iv) চিনির বলদ
 - (v) মিছরির ছুরি
- (d) সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : 2×5=10
- (i) অক্ষৌহিণী
 - (ii) শুদ্ধোদন
 - (iii) মহেশ্বর্য
 - (iv) উন্নয়ন
 - (v) উৎফুল্ল
